আত-তাকভীর | At-Takwir | ٱلتَّكْوِير

আয়াতঃ ৮১ : ২৩

আরবি মূল আয়াত:

وَ لَقَد رَاٰهُ بِالاُفُقِ المُبِينِ ﴿٢٣﴾

অনুবাদসমূহ:

আর সে* তাকে** সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে। — আল-বায়ান

সে সেই বাণী বাহককে সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে, — তাইসিরুল

সেতো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে। — মুজিবুর রহমান

And he has already seen Gabriel in the clear horizon. — Sahih International

*মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
** জিবরীল (আ.)

২৩. তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন(১),

(১) অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে প্রকাশ্য দিগন্তে, মূল আকৃতিতে দেখেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, (فَاسْتَوَىٰ * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ) "সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে" [সূরা আন-নাজম: ৬–৭] [ইবন কাসীর] এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরীল আলাইহিস সালাম এর সাথে পরিচিত ছিলেন। তাকে আসল আকার আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

তাফসীরে জাকারিয়া

২৩। অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে। [1]

[1] এ কথা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, রসূল (সাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে দুই বার তাঁর আসল আকৃতিতে দর্শন করেছেন। তার মধ্যে এক বারের উল্লেখ তো এখানেই এসেছে। এটা নবুঅতের প্রথম অবস্থার ঘটনা। সেই সময় জিবরীল (আঃ)-এর ছয় শত ডানা ছিল। যা আকাশের প্রান্তকে ঘিরে ফেলেছিল। দ্বিতীয়বার দেখেছেন মি'রাজের রাত্রে। যেমন সূরা নাজমে (৬-১৮নং আয়াতে) এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন